‘‘বাজলো তোমার আলোর বেণু...’’

মৌমিতা গোপ

দক্ষিণের আকাশে সাদা পেজা তোলা মেঘের আনাগোনা আর ঢাকে কাঠির আওয়াজ জানান দেয় আগমনীর বার্তা। মনে হয়, যেন সেই সেদিন ঢাকের তালে নাচতে নাচতে দশমী ঘাটে পাড়ার দূর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন করে এলাম। দেখতে দেখতে যেন চোখের পলকে পার হয়ে গেল একটি বছর। অন্যান্য বছরের মত এ বছরও মা দশভূজাকে বরণ করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সাধারণত যে সব ক্লাব কর্মকর্তারা আলোড়ন সৃষ্টিকারী পূজো করে থাকেন, সেই ক্লাবগুলোতে চলছে জোড় কদমে প্রস্তুতি। আর এই চিত্রটা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে, যখন আমরা বিগ বাজেটের ক্লাবগুলোর দিকে তাকাই। বিগ বাজেটের পূজো মানেই যে, উঁচু উঁচু প্যান্ডেল হবে মূল আকর্ষন তেমনটা নয়। কোন ক্লাবে হতে পারে দূর্গা প্রতিমা আবার কোথাও বা আলোক সজ্জাও হতে পারে দর্শক টানার মূল আকর্ষন। তাই দর্শকদের পূজোর দিনে নতুন কিছু উপহার দেবার আশায় ক্লাব কর্মকর্তারা যে যার মত করে বহিঃরাজ্যের সুনামধন্য শিল্পীদের দিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন অনেক আগেই। কিন্তু, আমরা যদি শহরতলী-গ্রাম বা পাহাড়ঞ্চলের পাড়ার ক্লাবগুলোর দিকে তাকাই মনে হবে শুধুমাত্র শহুরে হাওয়াতেই যেন বইছে দূর্গাপূজার গন্ধ। কেননা শহরতলী বা গ্রামের স্বল্প বাজেটের পূজোতে উঁচু উঁচু প্যান্ডেল, থিম বেসড আলোকসজ্জা বা প্রতিমার কোন ব্যাপার থাকে না। বাড়ি থেকে বেড়িয়ে কাজে যাবার সময় যখন পাড়ার ক্লাবগুলোর দিকে চোখ পড়ে, মনে মনে ভাবি এই বছর পূজো হবে তো পাড়ায়? প্যান্ডেলের একটা খুঁটি নেই, পূজোর জায়গা ঘাষে আচ্ছাদিত, ক্লাবঘর বন্ধ পড়ে আছে, কোথাও পূজোর কোন আলোচনা নেই। এই চিত্রটা দেখে মন সত্যিই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার ক্ষনিকের মধ্যে একটা আনন্দ চলে আসে মনে, কেননা পূজোর কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হবে দিন-রাত

এক করা পূজো প্রস্তুতি। পাড়ার কিছু বাড়ির বাঁশ ঝাড় থেকে কেটে আনা হবে বাঁশ আর সেই বাঁশ দিয়েই তৈরী হবে পূজোর প্যান্ডেল। আর বহিঃরাজ্যের বিখ্যাত শিল্পীদের দিয়ে তৈরী হবে না সেই প্যান্ডেল, পাড়ার কানাই দা আর মাধব কাকুর মত সাধারণ স্থানীয় শিল্পীরাই বানাবেন প্যান্ডেল। হয়তোবা সেখানে চাল, ডাল, হীরে, কাঁচ বসানো দূর্গা প্রতিমার পূজো হবে না, পাড়ার কুমোড় টুলির শিল্পীরাই তৈরী করবেন মাটির দূর্গা প্রতিমা। সেই শিল্পীর তুলির ছোঁয়া-ই থাকবে মায়ের প্রতিমা, আর প্যান্ডেলের চারিধার আলোকিত হবে টুনি বাল্বের মিটমিটিতে না হয় ছোট্ট একটা হ্যালোজেনের আলোয়। আর সাউন্ড সিস্টেম বলতে গেলে কাশর আর ঢাকের মিষ্টি আওয়াজ, যা কানে গেলেই মনে জাগে এক অনাবিল আনন্দ। তাই স্বল্প বাজেটের পূজো মানে রাজকীয়তা আর চাকচিক্যপনার যে অনেক অভাব তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু নিজেদের তৈরী পূজা মন্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, মন্ডপে পাড়ার বৌদিদের আঁকা রং বেরঙের আলপনা, উপোস থেকে লাল পাড় সাদা শাড়ী পড়ে মায়ের পায়ে অঞ্জলি অপর্ণ আর সবশেষে পেট পুরে ভোগের প্রসাদ খাওয়ার-র মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে, তা যেন শহুরে পূজোর চাকচিক্য আর রাজকীয়তাকে সত্যিই হার মানায়।

গ্রামের অলি-গলি থেকে শহরের রাজপথ, পূজোর এই কয়েকটা দিন অনাবিল আনন্দে মেতে উঠে জাতি-উপজাতি সব অংশের মানুষ। কঁচি কাঁচা থেকে বৃদ্ধ সবাই মেতে উঠেন পূজোর আনন্দে, নতুন জামা কাপড় পড়ে দল বেঁধে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে প্রতিমা দর্শন, হরেক রকম খাবার চেখে নেওয়া আরো কত কি আনন্দ। শহর-ই হোক বা গ্রাম, স্মার্ট ফোনে নিজেকে বন্দী করা, সেলফি তুলে হোয়াটস্ অ্যাপ-ফেইসবুকের প্রোফাইল ছবি বদলানো এবং নিজেদের ছবি বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আদান প্রদান, পূজোর কয়েকটা দিন এই সব-ই চলতে থাকে ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে। আজকাল অবশ্য বিগ বাজেট বা স্বল্প বাজেটের পূজো যা-ই হোক না কেন, ঘরে বসেই দেখে নেওয়া যায় সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।

দিন বদলায়, বদলায় সময়ও। আগে একটা সময় ছিল যখন মানুষ পূজো দেখতে শহরমুখী হতেন, কিন্তু এখন শহরের ভীড় এড়িয়ে গ্রামমুখী হওয়ার প্রবণতা শহরের মানুষের মধ্যে। মফঃস্বল বা গ্রামের দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা নজর কাড়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবারই। তাই বিগ বাজেট বা ছোট বাজেটর শিল্পীদের শিল্পীস্বত্ত্বাকে তো বাহবা দিতেই হয়। আর আজকের এই বদলানো দুনিয়ায়, শিল্পীর তৈরী করা প্রতিমা বা প্যান্ডেল চোখের পলকে পৌছে যায় গ্রাম বা শহর থেকে বিশ্বের পোর্টালে।

নদীর ধারে কাশের দোলা, গ্রাম পাড়ার সর্বত্রই আগমনীর র্বাতা। টিভির পর্দায় পূজো আগমনের ফ্ল্যাশ, কাপড়ের দোকানে ক্রেতাদের আনাগোনা, পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল তৈরীর ব্যস্ততা, প্রাক পূজো প্রস্তুতিতে মেতে উঠছে আট থেকে আশি সবাই।